

[১]

আসসালামুয়ালাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেটওয়ার্ক ডাটা মাইটিভি সংলাপে দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে মাইটিভি সংলাপে আলোচনা হয় এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা শুনে থাকি আলোচকদের কাছ থেকে তবে তথাকথিত যে টকশোগুলো রয়েছে তার সেই অনুযায়ী আমরা না গিয়ে আমরা একটু ভিন্নভাবে আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে কথা শুনতে চাই নিশ্চয়ই তারা তাদের মত করে কথা বলেন কিন্তু আমাদের এই সংলাপে প্রত্যাশা থাকে অন্তত দেশের জন্য হলেও একটি বিষয়ে যেন তারা এক মতে পৌঁছতে পারেন টকশো শেষে আজকের আমাদের বিষয় হচ্ছে নির্বাচন এবং রাজনীতি এ বিষয়ের জন্য আলোচনা করতে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এবং আরো রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় আপনারা দুজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আজ 57 টি জেলা পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্বাচন ইতিমধ্যেই অধিকাংশেরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তার ফলাফল দিয়ে দিয়েছে এবং তার মধ্যে 26 জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিল সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচকদের কাছ থেকে কথা শুনবো এবং ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন যে 2024 সালের 4 জানুয়ারি ইসি জাতীয় নির্বাচনের একটি রূপরেখা বা একটি ডেড লাইন সেখানে দিয়েছেন আমরা এই বিষয়গুলো নিয়েও সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজনীতির এ বিষয়গুলো নিয়ে অতীতের কাছ থেকে কথা শুনবো আমরা প্রথমেই আসতে চাই সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছ থেকে জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে 57 টি তে এবং সিসি সহ ইসি বলছেন যে তারা নির্বাচনকে সুষ্ঠু বলছেন যেহেতু গাইবান্ধা নির্বাচনের মতো তারা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন সেখানে ইভিএমে ইলেকশন হয়েছে এবং সে এখানে বসে তাদের সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখতে পেরেছেন তো আপনার পর্যবেক্ষণ টা কি

[২]

আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা কে আমার শুভেচ্ছা দর্শক যারা দেখছেন তাদেরকেও আমার শুভেচ্ছা আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে আমাদের এই যে রাজনীতির যে ধারাবাহিকতা এটার নানান রকম উত্থান পতন আছে উঁচু-নিচু পথ দিয়ে এগিয়ে চলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি আমরা সবাই পড়েছি এবং দেখবেন সে পদ্মা নদীর মাঝি তে তার একটা অসাধারণ উক্তি আছে যে অতীত নিয়ে হাসিতে পারি কাঁদিতে পারি কিন্তু তাকে ফিরিয়ে পাই না এবং হাতের মুঠোয় পাইতে চাইতে বর্তমান আশা নিয়ে বুক বাধিতে চাইতো ভবিষ্যৎ অসাধারণ একটা উক্তি পদ্মা নদীর মাঝি আমরা তো আশায় বুক বাধি এবং বাংলাদেশের ৫১ বছরের ইতিহাসের এই পথ চলায় যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশের রাজনীতি এগিয়ে যেত তাহলে বাংলাদেশ আজকের যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার চেয়ে অনেক উঁচুতে যেতে পারতো এই দুঃখ বেদনা সেজন্য বলছি যে আমরা অতীত হাসিতে পারি কাঁদিতে পারি কিন্তু অতীতকে ফিরিয়ে পেতে পারি না আমাদের সেই জায়গার আজকের রাজনীতি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এই আলোচনা সভায় করেন যারা সরকারি দলে আওয়ামী লীগের আছেন তারা নতুন করে ব্যাখ্যা করেন যারা বিরোধী দলের আছেন তারা এক রকম করে না একই ছন্দে বিরোধিতা করেন সেটা থাকবেই এবং এটা গণতন্ত্র এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির জায়গাটা হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে যখন আমরা কথা বলি তখন অনেকগুলো বিষয় সামনে চলে আসে বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ নিয়ে চলে আসে এবং তাদের এই কম সময়ের যে কার্যকাল সেটা নিয়ে অনেকরকম ব্যবচ্ছেদ করে বিএনপি তো বিএনপির মতো করেই করে এখন দেখবার বিষয় গাইবান্ধা নির্বাচন উপনির্বাচন থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ আজকের এই সময় পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছে কি সমালোচনা হয়েছে কি অগ্রগতি হয়েছে এগুলো তো আসলে থাকবেই গণমাধ্যমের আপনি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তিনি যখন ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছেন এবং সকলেই কিন্তু ভোটের একসাথে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার কাছে খুব অবাক লাগে একজন থামতে বলেছেন কিংবা কুশল বিনিময় করেছেন কিন্তু বলেছেন ভিতরে প্রস্তুত সম্পন্ন হয়নি সে কিভাবে নিয়েছেন ব্যাখ্যায় করেছেন কিন্তু যারা প্রশাসনের সাথে দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদেরও কিন্তু আরো অনেক সচেতন হবার আছে গেল আর আমি আপনি যেটা সবাই গণমাধ্যমের মধ্যে সব সময় থাকবার চেষ্টা করি থাকিও তাদেরকে ও সচেতন হবার আছে কোন সংবাদটা জনগণের কাছে পৌঁছাবেন এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিনা সব মিলে আপনি আজকে এইখানে আলোচনার টেবিল এখান থেকে শুরু করেন যে আমাদের অগ্রগতির জায়গা কতটুকু আমার ঠিকমতো এগোচ্ছি কিনা আপনি গাইবান্ধা নির্বাচন এ ১৪৫ টি কেন্দ্রের মধ্যে আপনি চারটা কেন্দ্র ঢাকার আগারগা থেকে আপনি চারটি কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের যে ওখানকার যে যারা মাঠ পর্যায়ের

অফিসার থেকে শুরু করে তারা বন্ধ করলেন আর আপনি এখানে দূরবীক্ষণ দিয়ে আপনি বাদবাকিটা বন্ধ করলেন এখন ওটার মধ্যে আপনি চারটা করলেন ওখান থেকে আর এক বাদবাকিটা করলেন এখান থেকে এবং পরবর্তী নির্বাচন বন্ধ করে দিলেন নিশ্চয়ই আলোচনা হবে তদন্ত কমিশন হয়েছে তদন্ত কমিটি হয়েছে এগোবে আমি শেষ করছি কিন্তু মনে রাখা দরকার যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিতরে সকলেই কিন্তু অংশীজন যেই প্রিজাইডিং অফিসার যারা ছিলেন ৮৯ জন প্রিজাইডিং অফিসার যারা লিখিত দিয়েছেন স্ত্রান নির্বাচন সূষ্ঠু হয়েছে তারাও কিন্তু নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বাচন কমিশনকে বারবার বলেছি সেদিন থেকেও বলেছি আমি গণমাধ্যমে কথা বলেছি তারা যেন এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে

[১]

সুভাষ সিংহ রায় এই প্রসঙ্গে আসবো আমরা জেলা পরিষদ প্রসঙ্গটা আপনার কথা শুনলাম আমরা মূল্যায়নটা পেতে চাই ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আপনার দল বিএনপি জেলা পরিষদে অংশগ্রহণ করেনি এবং আপনি জানেন যে ২৬ জন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে যাদের ইলেকশন করতে হয়নি এবং এর মধ্যে আওয়ামী লীগ কিন্তু সবগুলো জিতেছে এমনটা না স্বতন্ত্র প্রার্থী বা তাদের বিদ্রোহী প্রার্থী অনেকটা জিতেছে তো আপনি কি মনে করেন আসলে এই নির্বাচনটা ইসি দাবি করেছে যে তারা সূষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে ইভিএম ব্যবহার করেছে ইভিএম ব্যবহারটা এবং যে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে সেই সিসি ক্যামেরার এবারের ইলেকশন পরবর্তী ইলেকশনের জন্য তাদের মাইলফলক হবে বলে মনে করছেন

[৩]

তারা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যেই ৪৬৭ টা ভোট কেন্দ্রে ৫৭ টি জেলা পরিষদ আমি যদি ভুল না করি ৫৭ জেলা পরিষদের নির্বাচন হলো সে নির্বাচনটিকে যদি আমরা একটু দেখি আমরা দেখব এখানে বেশ কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে ইভিএমে ভোট হয়েছে অতি সমালোচিত এবং অত্যন্ত বিতর্কিত একটি পদ্ধতি ইভিএম যেটাতে ভোট হয়েছে কেন আমি একটা একটা করে আসছি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২৬ জন প্রার্থী জয়লাভ করেছেন নিজ দলের মধ্যে মারামারি হয়েছে আপনি জানেন যে নড়াইল ১ আসনের যিনি সংসদ সদস্য তার বিরুদ্ধে সেই এলাকার উপজেলার স্বৈচ্ছাসেবক লীগের যিনি আত্মীয় ছিলেন তিনি গোলাগুলি এবং গাড়ি ভাঙচুরের জন্য যাহার দায়ের করেছেন মামলা দায়ের করেছেন আমরা দেখছি বরিশালে প্রশাসনকে গালাগালি করা হয়েছে মেয়র সাদেক আব্দুল্লাহ একদম ক্লিয়ারলি বলেছেন স্টুপিড এর মতন কথা বলছেন ইউএনওকে এবং এখানে আমরা পিসি টিভির ব্যবহার দেখেছি আমরা যদি একটা একটা করে একটু বিশ্লেষণ করি ইভিএম হচ্ছে সেই পদ্ধতি যেই পদ্ধতিতে সরকার চাইছে আগামী জাতীয় বাসন্তী হোক এবং আওয়ামী লীগ সহ মাত্র চারটি দল ইভিএম এর পক্ষে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের সমর্থন জানিয়েছেন আমরা শুরুতে দেখেছিলাম নির্বাচন কমিশন বলছে যে যদি দলগুলো একমত হয় অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি চায় তাহলে তারা ইভিএম এর ব্যবস্থা করবে যখন সবগুলো দলের সঙ্গে তাদের আলোচনার শেষ হলো তখন হিসেব কষে দেখা গেল মাত্র চারটি দল আওয়ামী লীগ সহ মাত্র চারটি দলই ইভিএম পক্ষে বলছে বাকি অন্য দলগুলো ইভিএম এর বিপক্ষে বলছে অবাক কান্ড আমরা লক্ষ্য করলাম ইভিএম এর নির্বাচন কমিশন হঠাৎ বলছে যে না বেশিরভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইভিএম এর পক্ষে বলছে এবং তারা দলগুলোর মতামত পাল্টে দিলেন যে দলগুলো ইভিএম এর বিপক্ষে বলছে কিংবা শর্ত জুড়ে দিয়েছে ইভিএম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেই দলগুলোকেও তিনি ইভিএম এর পক্ষে বলে চালিয়ে দিলেন প্রথম আলো একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করলো সেই প্রতিবেদন দলগুলোর যারা নেতা আছে তাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বললো এবং নেতারা প্রত্যেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন যেন আমরা তো নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বলেছি ইভিএম এর বিপক্ষে এবং তখন তারা নির্বাচন বিশ্লেষক আছেন যারা সুশীল সমাজ আছেন আমি ফর এক্সাম্পল সুজনের বদলাল মজুমদার স্যরের কথাই বলতে পারি তিনি বললেন যে আমরা নানান রকম নির্বাচন কমিশন দেখেছি কারচুপির নির্বাচন কমিশন দেখেছি আমরা দেখেছি ভোট চুরি নির্বাচন কমিশন কিন্তু এভাবে খোলাখুলি মুখের উপর মিথ্যা বলা নির্বাচন কমিশন এই প্রথম দেখলাম এবং ইভিএম হচ্ছে সেই পদ্ধতি যেটা সমস্ত বিশ্ব থেকে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে সারা বিশ্বের চারটি মাত্র দেশে জাতীয় নির্বাচন কোর্ট আনকোট জাতীয় নির্বাচন ইভিএম এ হয় একটা হচ্ছে ভারত একটা হচ্ছে ব্রাজিল একটা হচ্ছে ভিয়েতনাম একটা হচ্ছে ভুটান এর বাইরে কোন দেশে জাতীয় নির্বাচনী ইভিএম এ হয় না এবং ইউরোপের দেশগুলো ইভিএম থেকে সরে এসেছে কারণ ইভিএম এর কারচুপির একটা বিরাট সুযোগ থাকে ভারতে বিরোধী দল যারা আছেন তারা কিন্তু ইভিএম এর পক্ষে

একদম পার্লামেন্টে ডেমো করে দেখিয়েছে যে কিভাবে টুপি করা সম্ভব সেখানে ভারতের ইভিএম মেশিন গুলোতে কিন্তু ভিভিপাট যুক্ত আছে পেপার অডিটরের যুক্ত আছে বাংলাদেশের সেটাও নাই কিন্তু আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে ইভিএম মেশিন কেনা হলো তড়িঘড়ি করে ২০১৮ নির্বাচনের আগে এবং সেই বাবদ প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ৩৮০০ কোটি টাকা সে সময় ব্যয় করা হলো এবং এখন আমরা নতুন যেই রিপোর্ট পাচ্ছি আপডেট রিপোর্ট তাতে দেখা যাচ্ছে যে ৬০ ৬৫ শতাংশ ইভিএম অলরেডি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে অকেজো হয়ে গেছে এবং বাকি যে ৩৫ শতাংশ সেটাও নষ্ট হওয়ার পথে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশন ৮০০০ কোটি টাকা বাজেট দিচ্ছে আবার নতুন করে ইভিএম কিনবার জন্য ১৫০ টি আসনে তারা ইভিএমে নির্বাচন করতে চায় জাতীয় নির্বাচন অর্থাৎ সরকারি দল বা আওয়ামীল যা চাইছে ঠিক যেন সেই সুরেই কথা বলছে নির্বাচন কমিশন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা ট্রেন তো আমরা ২০১৪ থেকে দেখেছি যে দেশের জাতীয় সংসদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গঠিত হয় সেখানে একটা জেলা পরিষদের ২৬ জন চেয়ারম্যান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সেটা অবাক হওয়ার কিছু নাই আর আওয়ামী লীগের ভেতরের আভ্যন্তরীণ যে দলীয় কোন্দল সেটা শুধু জেলা পরিষদ নির্বাচনে নয় এটা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমরা দেখেছি কি বীভৎস সহিংসতা হয়েছে যেহেতু বিএনপিসহ বড় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন করে না

[১]

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আমি একটু জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে ১২ ই অক্টোবর গাইবান্ধা যে ৫ আসনের নির্বাচন ইভিএম ব্যবহার করেছে এবং সেখানে সিসিটিভি দেখে ইসি যে সিদ্ধান্তটা দিয়েছে তাকে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য নয়

[৩]

দেখুন আমাদের আইনে একটা কথা বলে একটা ঘটনা যদি ঘটে সেটার সুবিধাভোগীকে বেনিফিশিয়ারি তব্ব আমরা বলি এই যে এই ঘটনাটি ঘটলো ঠিক তার পরপরই গাইবান্ধা নির্বাচনের পরপরই আমাদের তথ্য মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বললেন যে এতেই প্রমাণিত হয় দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব এতেই প্রমাণিত হয় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এতেই প্রমাণিত হয় নির্বাচন কমিশনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে একটি নির্বাচন পরিচালনা করবার অর্থাৎ ঠিক যেই বার্তাটি সরকার দিতে চাইছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেই বার্তাটি কিন্তু গাইবান্ধার নির্বাচন দিলো আমি আপনাকে একটু প্রশ্ন করি যে ৫১ টি কেন্দ্রে যেই কারচুপির দৃশ্য দেখেছে যেটাকে নির্বাচন কমিশন সিসি বলছে যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যে ভোট কেন্দ্রে বুথগুলোতে ডাকাতরা গিয়ে ভোট দিচ্ছে তো এই বুথগুলোতে বা এই ভোট কেন্দ্রগুলোতে কি কোন প্রিজাইডিং অফিসার ছিল না নির্বাচনে কি কোন রিটার্নিং কর্মকর্তা ছিল না নির্বাচনে কি আপনার পুলিশ প্রশাসন আনসার ভিডিপি তারা ছিল না তারা কি করছেন

[১]

আমার মনে হয় এটা সুভাষ সিংহ রায় আপনি বেশি রুমিন ফারহানার বক্তব্য গুলো শুনেছেন আমি সাথে একটু যোগ করি তা হচ্ছে যে গাইবান্ধার যে গাইবান্ধার নির্বাচনের পরে জাতীয় পার্টির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং একদিন আগেই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান উত্তরার একটা সমাবেশে বলেছেন সরকার অন্য দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় না বিএনপির নির্বাচনে তারা প্রতিপক্ষকে হুমকি এবং ভয় ভীতি দেখানোর ব্যাপারে তিনি একটা অভিযোগ এনেছেন এটি জাতীয় পার্টির বক্তব্য আপনি কিভাবে দেখছেন

[২]

আম্হা রাজনীতিতে একটা কথা আছে এবং প্রায় এটা বলা হয়ে থাকে যে যে রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই আসলে রাজনীতির শেষ কথা আছে ক্ষমতা এখন শেষ কথা যে ক্ষমতা সেটার জায়গা যদি আপনি যান আপনি আজ থেকে ২ বছর আগে জাতীয় পার্টির এই নেতা কি বলেছেন আমার আজ থেকে ছয় মাস পরে কি বলবেন সেটার জন্য আমাদের সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে এটা আমার কাছে একজন ব্যক্তিগত অভিমত যদি আপনি জানতে চান সেটা নিয়ে আমি আলোচনায় আসছি না অবশ্যই আলোচনায় আসবে যে গাইবান্ধার উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগেই যখন প্রার্থীরা নিজেদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেয় নিশ্চয়ই এটা বার্তা যায় আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আওয়ামী লীগের সময় একযোগে হয়েছিল একই দিনে সেই চারটি নির্বাচনে কিন্তু জনপ্রিয় মেয়ররা কিন্তু তারা ক্ষমতায় ছিলেন যদি ক্ষমতা কোথায় যেতে বলি সেই নির্বাচনে কিন্তু আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়েছিল এবং সেখানে এই

নির্বাচন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে হয়েছিল

[১]

একটা বিষয় হচ্ছে রবিন ফারহানা প্রশ্ন তুলেছেন যে নিজেদের মধ্যে যেহেতু অন্য দল অংশ নেয়নি তারপরও নিজেদের মধ্যে একটু মারামারি হয়েছে জেলা পরিষদ নির্বাচনে অনেক জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ও হয়েছে এটাকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে

[২]

এই আলোচনা অবশ্যই হবে এই আলোচনা আপনি যদি তোলেন নিশ্চয়ই আমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে কিন্তু আমি যে জায়গাটা আসতে চাই সেটা একটু আমি একটু ফোকাস করতে চাই আপনার অনুমতি নিয়ে এখন এই যে তখন সারাটা দিন আপনি যদি আপনাদের ভিডিও ফুটেজগুলো বের করেন সারাটা দিন বিএনপির পক্ষ থেকে সবাই বলেছে কোন নির্বাচন ই হচ্ছে না এবং যখন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা শুরু হলো এবং ফলাফল একেবারে রাত যখন যত বাড়তে থাকল ততই বিএনপির সুর কিন্তু পাটে গেল এবং সর্বশেষ রাত ৯ টার দিকে তারা নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানালেন এটা ওন রেকর্ড এইগুলো রাজনীতিতে এগুলো খুব স্বাভাবিক বলেই আমরা ধরে নিই এখন ইভিএম নিয়ে বিতর্কে যে জায়গাটি আপনাকে আমি খোলা মেলা বলি ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে তখন জাতীয় প্রেসক্লাবে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি তার ঘোষণা নিয়ে অর্থাৎ তৎকালীন ১১ দল হাতের বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণফোরাম

[১]

আমি আমি এই জায়গাটায় আমি যাব সেই আমাকে একটা বিরতিতে যেতে হবে বিরতি থেকে ফিরে আপনার কথা শুনবো এবং নিশ্চয়ই ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার বক্তব্য আমরা শুনব প্রিয় দর্শক নিটল ডাটা মাই টিভি সংলাপের এ পর্যায়ে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি আশা করি সঙ্গী পাব আপনাদের প্রিয় দর্শক নিটল ডাটা মাইটিভি সংলাপের আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা জানেন যে রাজনীতি এবং নির্বাচন এই প্রসঙ্গে কথা বলছি স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এবং রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহরায় আমরা বিরতির আগে সুভাষ সিংহ রায়ের কথা শুনেছি আমরা ফিরতে চাই রুমিন ফারহানা আপনার কাছে আমরা বিরতির আগে অনেক বিষয়ে কথা বলেছি ইভিএম প্রসঙ্গে কথা বলেছি নির্বাচন কমিশন বিষয়ে কথা বলেছি আপনারা দুজনই আপনাদের মতামত দিয়েছেন এই অবস্থার মধ্যেও যেহেতু জাতীয় নির্বাচনের দিনক্ষণ সময় কাছে চলে এসেছে এবং আমরা জানি যে ২০২৪ এর জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন শেষ করতে হবে এবং আমরা যতটুকু জানি যে ৪ জানুয়ারি ২০২৪ নির্বাচন কমিশন একটি তারিখ ও ঘোষণা করেছে এবং যেখানে আপনার দল থেকে বলা হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া ইলেকশন হবে না সেখানে আজকেও সেতু মন্ত্রী বলেছেন তত্ত্বাবধায়কের ভূত নামান নির্বাচন সংবিধান উপায় সংবিধানের আলোকেই হবে

[৩]

এখন ২০১৪ সালে ভোটের কথা হচ্ছে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বলা হয়েছিল জোর সালে ভোট হবে কারণ আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে জোর সালে ভোট হলে তাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তারা এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে তারা ক্ষমতায় আসে এবং ৯৬ ২০০৮ ২০১৪ ২০১৮ আপনি যদি দেখেন দেখবেন ২০২৪ এ কিন্তু আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ যে সুপার স্টেশনে বিশ্বাস করে তাতে ২০২৪ তাদের সঙ্গে যায় আজকে নির্বাচন কমিশনও কিন্তু একই ধরনের কথা বলছে ২০২৩ এর শেষ থেকে ২০২৪ এর শুরু যে কোন সময় কিন্তু নির্বাচন হতে পারতো কিন্তু হবে ২০২৪ এ যাই হোক সেদিকে না গিয়ে আমি আমার দলের অবস্থান খুব পরিষ্কার আমার দলের অবস্থান হচ্ছে এই নির্বাচন কমিশনে যদি পাঁচজন ফেরেশতা ও বসানো হয় কিংবা এই নির্বাচন কমিশনে যদি আমাদের মহাসচিবসহ আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির আরো চারজন সদস্যকেও নির্বাচন কমিশনের সদস্য করা হয় এই কমিশনের অধীনে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয় সুতরাং এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ ভেঙে দিতে হবে নতুন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে তাদের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন কমিশন তৈরি করতে হবে সেই নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হবে এবং ইভিএম এর কোন ভোট হবে না ভোট হবে ব্যালটে এই কয়েকটি শর্ত আমাদের পরিষ্কার এবং সেই সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসন থেকে শুরু করে বিএনপির একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলা আছে সেই মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে লেভেল

প্লেয়িং ফিল্ড ছাড়া নির্বাচনে গিয়ে তো আসলে কোন লাভ নেই ধরুন নির্বাচনটা কি নির্বাচন মানে হচ্ছে যারা প্রার্থী হবার যোগ্যতা রাখেন তারা যে কেউ চাইলেই প্রার্থী হতে পারবেন যারা ভোটের হয়েছেন ভোট দেওয়ার বয়স হয়েছে তারা ভোট দেবে যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে নির্ভয়ে ভোট দেবে যতজন প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াবেন তারা প্রত্যেকে সমান সুযোগ পাবেন প্রচারণার একটা কথা খুব পরিষ্কার নির্বাচন কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাচনের যেদিন সেদিন হয় না নির্বাচন একটা প্রক্রিয়া যেটা বহু আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় যে কারণে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কিন্তু নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়ে গেছে এই যে বিরোধীদল জেলায় জেলায় সমাবেশ করছে বিক্ষোভ করছে জনসম্পৃক্ত ইস্যুগুলো নিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় যাচ্ছে এবং তাদের সমর্থনে যে মানুষ আজকে যে কোনো ভয়-ভীতি বাধা উপেক্ষা করে তাদের সমাবেশে যোগ দিচ্ছে এই সবই কিন্তু এই আলামত দিচ্ছে এই মানে আমাদের ঘন্টা দিচ্ছে যে নির্বাচন কিন্তু দরজায় কড়া নাড়ছে সুতরাং এইসব পুরো পরিস্থিতি সার্বিক পরিস্থিতি থেকে তাকে যদি আপনি বলেন যে সরকারি দল এখন যে অবস্থায় আছে আপনি যদি সংবিধানটা দেখেন বলা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে এখানে সরকারের তো কিছু করবার নেই সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ টা যদি আপনি দেখেন সেখানে পরিষ্কার বলা আছে প্রজাতন্ত্র অন্যান্য যে অঙ্গগুলো আছে তারা সাহায্য করবে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন চলাকালীন সময় কিন্তু তারা যদি সাহায্য না করে তখন কি হবে ফর এক্সাম্পল এই যে উপ নির্বাচন হয়ে গেল গাইবান্ধায় আমি খুব মানে খুব একেবারে হাতের কাছেই উদাহরণটি উপনির্বাচনটি যে হয়ে গেল যেখানে ৫১ টি কেন্দ্রে সিসিটিভি দেখে সিইসি নির্বাচন বন্ধ করতে বাধ্য হলেন সেই কেন্দ্রগুলো থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছিল না এক দুই এই সিইসি শপথ নেবার পর পরই কিন্তু ভোট কেন্দ্রে বা বুথের ডাকাতদের কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি নির্বাচন তিনি শপথ নেবার পর এই উপনির্বাচন পর্যন্ত যতগুলো মাস গেল এই এতগুলো মাস তিনি ডাকাত প্রতিরোধে বা এই ডাকাতরা যেন কেন্দ্রে গিয়ে ঝামেলা করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে উনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন এই প্রশ্নটা যদি করি ৩ এই যে ইউএনও আপনার ৫১ টি কেন্দ্রের যে প্রিজাইডিং অফিসার তারা যখন ইউএনওকে চিঠি দিয়েছে সেখানে তারা পরিষ্কার বলেছে যে ৫১ টা কেন্দ্রে কোন গোলমাল হয়নি সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছিল কমিশনের নির্দেশে নাকি তারা বাধ্য হয়েছে ভোট বন্ধ করে দিতে এই একই প্রিজাইডিং অফিসার যখন নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছে তখন তারা ঠিক উল্টো কথা বলেছে তারা বলেছে ৫১ টি কেন্দ্রে ভোটের জালিয়াতি হচ্ছিল অর্থাৎ এই যে প্রশাসনের মধ্যেই এক ধরনের ভীতি কাজ করছে যে তারা যখন তাদের মানে বসদের কে চিঠি দিচ্ছে ইউনাদ কে জানাচ্ছে তখন তারা এক রকম বার্তা দিচ্ছে আবার তারা যখন নির্বাচন কমিশনে ভোটের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলছে তখন তারা অন্যরকম একটা বার্তা দিচ্ছে একটু আগে আমি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছ থেকে একটা মেসেজ পেলাম যে তাদের এজেন্টদেরকে নাকি ডাকা হয়েছে তদন্ত কমিশনের গিয়ে বলবার জন্য যে আসলে সেদিন কি ঘটেছিল কেন্দ্র গুলোর অবস্থা কি ছিল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তারা বলছে সেই এস ও সি সেই এসপি সেই ডিসি তোর সামনে যখন আমাদেরকে কথা বলতে দেয়া হবে আমাদের পক্ষে তো আসলে প্রকৃত ঘটনা বা প্রকৃত চিত্র বলা সম্ভব নয় কারণ আমরা দেখেছি কি বীভৎস ক্ষমতা এই ডিসি এসপি ওসিদের এই নির্বাচন কমিশন কিছুদিন আগে বিসিএসপি এর সঙ্গে বসেছিল আপনি যদি ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স দেখেন আপনি দেখবেন যে ডিসি এসপি দের অবস্থান ২৫ এ আর নির্বাচন কমিশন ৯ আর এই ডিসি এসপিদের যারা একেবারে মানে বাপ যদি আমি একেবারে কথ্য ভাষায় বলি সেই ক্যাবিনেট সচিবের অবস্থান হচ্ছে ১২ তে ক্যাবিনেট সচিব তিন বাহিনীর প্রধান এবং এমপিরা তারা আছেন ররেন্ট অফ প্রেসিডেন্সিয়াল ভারতে সেই ২৫ শে থাকা ডিসি এসপি কি ব্যবহার করেছে নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আছেন তিনি ররেন্ট অফ প্রেসিডেন্সিয়াল ৯ এ আছেন সেটা আমরা দেখেছি একজন নির্বাচন কমিশনার বক্তব্য বন্ধ করে বসে যেতে বাধ্য হয়েছেন ডিসিএসপি বাদের মুখে সুতরাং প্রশাসনকে নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রলের নাই সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না আমার মনে হয় এবং প্রশাসন যখন কন্ট্রলে থাকে না কোনভাবে সেই নির্বাচন কমিশন যদি আমি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে তারা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে চাইছে তাদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব না আর এই নির্বাচন স্পেসিফিক্যালি এই নির্বাচন কমিশন স্পেসিফিক্যালি শুরু থেকেই সরকার যা বলছে সরকার যা নির্দেশনা দিচ্ছে সরকারের যা ইচ্ছা সরকার যা চাইছে ঠিক সেটাই কিন্তু করছে সেটা আপনি ইভিএম এর ব্যবহার বলেন সেটা আপনি উত্তর সংরক্ষণ বলেন সেটা আপনি অন্যান্য যেই সিদ্ধান্তগুলোর নির্বাচন কমিশন নিচ্ছে তা প্রত্যেকটা দেশ সরকারের ইচ্ছার প্রতিফলন

[১]

সুভাষ সিংহ রায় অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন

[২]

আপনি ইচ্ছার প্রতিফলনের কথা বলেন না এখন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা ভালো কথা বলেন তার ইচ্ছার প্রতিফলনের আপনাকে কিন্তু কিভাবে কথা বলবেন আর একজন বক্তা সেটাও নির্ধারিত হয় ইচ্ছার প্রতিফলন নানান রকম হয় অর্থাৎ ডান দিকে যাবেন না বাম দিকে যাবেন সেটাও কোন দাদার ইচ্ছা অনুযায়ী করতে হয় যাই হোক সেই বাধ্যবাধকতা কিন্তু গণতন্ত্র আছে আমরা এই গণতন্ত্র দেখছি একটা কথা খেয়াল করে বলুন দেখুন আপনি নির্বাচন নিয়ে যখন কথা বলেন তখন অতীতটা ভুলে যান বাংলাদেশের অতীতের নির্বাচন কি হয়েছে বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে ৩০ শে মে তে জিয়াউর রহমান করেছিল যে হা না তখনও নির্বাচন কমিশন ছিল আপনি আজকে নির্বাচন কমিশন নিয়ে কথা বলছেন ৭৮ সালে ৩ রা জুন সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছিল জিয়াউর রহমান সাহেব অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছিলেন কেননা তিনি সরকারি চাকরি থাকা অবস্থায় নির্বাচন করেছেন পদত্যাগ না করে তিনি সেনাপ্রধান তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছেন ১৯৮৯ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছিল তখনও কিন্তু নির্বাচন কমিশন ছিল তা সেই নির্বাচন কমিশনের বিষয় নিয়ে আমরা কখনো কিন্তু আলাপ করি না আলাপ করতে চাই না আমরা শুধু এখনকার সময় নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করি কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে অগ্রগতির জায়গাটাকে কতটুকু আমি যেটা বলতে গিয়েছিলাম পরবর্তীতে আমি বলতে পারিনি যাইহোক আমি বলবো এখন চেষ্টা করছি ২০০৮ সালে ১২ ডিসেম্বর আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে তিনি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিলেন নিশ্চয়ই আপনার সেটা মনে আছে সেই নির্বাচনে ইশতেহার করার সময় তিনি বলেছিলেন নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণরূপে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি ২ মাসের ও কম সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এখন যে বাজেটের কথা বললেন কয় হাজার কোটি টাকা কত হাজার কোটি টাকা এগুলো সব নির্বাচন কমিশনের বাজে সরকার দুই হচ্ছে আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন ২০০৮ সালে ১২ ডিসেম্বর আজকের প্রধানমন্ত্রী তখন অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করেছে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতির জায়গাটা কোথায় সেটা তো ঠাকুরগাঁও উপনির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে আগারগা তে বসে পুরো নির্বাচন কমিশন সাংবাদিক আপনারা সকলে মিলে দেখতে পেয়েছেন যে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে অতএব এগুলো আলোচনা করতে গেলে লম্বা আলোচনা হবে আর ভারতের লোকসভা নির্বাচন ১ মাস ব্যাপী হয় এবং সেটা ভোটটা কিন্তু সংরক্ষিত থাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করেনি যে গত মাসের ৫ তারিখে নির্বাচন হয়েছে আজকে প্রায় ২৫ দিন হয়ে গেল এই ভোটটা সংরক্ষিত ঠিকমতো হয়েছে কিনা এই সংস্কৃতিটা কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে যে এটাই মানতে হবে এটাই মেনে চলতে হবে আলোচনা থাকবে পার্লামেন্টে আসবে তাদের লোকসভায় আসে রাজ্যসভায় আসে তাদের বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে

[১]

কিন্তু সেই সংস্কৃতিটা তো বাংলাদেশের শুরু হয়নি

[২]

আমরা করতে পারিনি এটা আমাদের ব্যর্থতা এবং ব্যর্থতা কেন প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সামরিক শাসন দ্বারা বাংলাদেশের আপনি ৫১ বছরের মধ্যে একটা বড় সময় কিন্তু পার করা হয়েছে এবং অই জায়গায় ফিরতে সময় লাগবে এবং আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা কিন্তু যখন রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কৃতির আমরা কিন্তু সোজা প্রতিপালন করার চেষ্টা করি না শেষ করছি ইভিএম নিয়ে কথা যখন বলা হয় ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের দেশ সেখানে এই প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে অনেক আগে থেকে এবং তারা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কখনো বলে না যে ইভিএম প্রযুক্তি খারাপ আমি আলোচনা আছে আপনি যখন এত বড় একটি দেশে নির্বাচন হচ্ছে এবং বিশ্বাস যে কোন দেশে নির্বাচন উন্নত দেশে হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে তারা অনেকটা কয়েকটা দেশ ফিরে আসছে এ কারণে ওখানে নানান রকম মামলা মকদ্দমা হয়েছে নানান রকম ব্যর্থ হয়ে উঠেছে তারা ব্যালটে ভোট চায় সেই আলোচনা করতে গেলে সময় প্রয়োজন

[১]

সুভাষ সিংহ রায় আমরা এই আলোচনায় ফিরব আমাদেরকে আরেকটি বিরতিতে যেতে হবে প্রিয় দর্শক নিটল ডাটা মাইটিভি সংলাপে আরো একটি হচ্ছে ছোট বিরতি আশা করি ফিরে এসে সঙ্গেই পাব প্রিয় দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের আমরা কথা বলছি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে এবং আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়েও দর্শক আমরা বিরতির আগে ছিলাম সুভাষ সিংহ রায়ের কাছে আমাদের সাথে রয়েছেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা খুব অল্প কথায় সুভাষ সিংহ রায় আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনাদের দুজনেরই আমরা বক্তব্য শুনলাম সামনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্টিকলি বলা হচ্ছে যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে আর বিপরীত দিক থেকে বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু আন্দোলন সংগ্রাম করে যাওয়া হচ্ছে আসলে তাহলে সংঘাত কি অনিবার্য হয়ে উঠেছে কোন

দিকে যাচ্ছে দেশ সমাধানের উপায় কি

[২]

সংঘাত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে আমি তো সেই বলেছিলাম যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝির কথা অতীত নিয়ে হাসিতে পারে কাঁদিতে পারি কিন্তু অতীতে ফিরে যেতে পারি না তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাপনা দেশ ব্যবস্থাপনা হারিয়ে গিয়েছে সেই ব্যবস্থাপনা ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই

[১]

সমাধানের পথ কি

[২]

সমাধানের পথ এই যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার দিকে বাংলাদেশে এগোচ্ছে এবং মানুষ সংঘাত চায় না

[১]

সে নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিবেন স্পষ্ট করে বলেছে

[২]

অবশ্যই বিএনপি অংশগ্রহণ করবে এবং বিএনপি অংশগ্রহণ করা ছাড়া আর বিকল্প কিছু নাই তারা নির্বাচন বর্জন করার যে যোগী বিএনপি নেবে না আর নির্বাচনের দিন শুধু নির্বাচন হয় না ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা ঠিক কথাই বলেছেন আগে ২০০১ সালে ১লা অক্টোবর নির্বাচন এর আগে অর্থাৎ ৯৬ থেকে ২০০১ এর যে সরকার পরিচালনা করেছেন আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যখন লতিফুর রহমান সরকারের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন সেদিন থেকে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাপনার যবনিকা পাঠ করার

[১]

১ মিনিটের মধ্যে বলতে হবে

[২]

শেষ করছি তার আগে ও শেষ করব যবনিকা পাঠ হয়েছিল আপনি ৫৮ র ঘ দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে ছিল সেটা কি আপনি সম্পূর্ণ ভুলবৃত্তি করেছেন এবং উচ্চ আদালতের যে রায় দিয়েছিল সেই রায়ের কি বিএনপির পক্ষ থেকে কোন উচ্চ আদালতের কোন দ্বারস্থ হয়েছিলেন তারা এটা খুব ভালো করে জানেন যে কি প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে

[১]

শেষ করতে হবে

[২]

আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি এখন বলি বিএনপি এখন যাই বলুক না কেন যত হংকারই দিক না কেন তারা নির্বাচনে আসবে ২০২৪ এর নির্বাচন সেই নির্বাচন সুষ্ঠু স্বাভাবিক হবে সেই দিকেই এগোচ্ছে ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলচনা হতে পারে

[১]

ধন্যবাদ আপনাকে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আপনারা ঢাকায় এই দাবীতে সমাবেশের পর আপনার চট্টগ্রাম শেষ করেছেন ময়মনসিংহ শেষ করেছেন সেখানে আপনাদের মহাসচিবসহ আপনারা কেন্দ্রীয় নেতারা বলেছেন যে জনস্রোতে সরকার আসলে ভেসে যাবে সরকারকে পদত্যাগ সহ বিভিন্ন দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ থেকে কিন্তু বলা হয়েছে সুনির্দিষ্ট করে কয়েকটি সমাবেশ করলে সরকার পড়ে যাবে এমনকি যারা ভাবেন তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন আওয়ামী লীগ জলের স্রোতে ভেসে আসা কোন দল নয়

[২]

বেগম খালেদা জিয়ার কথায় বাংলাদেশ চলবে সে অপেক্ষায় আছে

[৩]

আমি শেষ করি আওয়ামী লীগ প্রসাশনের স্রোতে ভেসে আসা দল উনি চেষ্টা করছেন আমার কথার মাঝখানে কথা বলে

আমাকে ট্রাকলেস করবার জন্য এই আওয়ামী লীগ যতবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে ততবার নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে ৭৩ এর নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন যেখানে আওয়ামী লীগের বিপরীতে ছিল কিছু স্বতন্ত্র প্রার্থী জাসদ প্রার্থী ব্যাক প্রার্থী সেই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কেউ তারা জেতার প্রার্থীদেরকে তারা জিততে দেয়নি ব্যালট বাক্স হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমার বাবা অলি আহাদ তিনি সরল আশুগঞ্জের বিজয়নগর থেকে সেই সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন জিতে ছিলেন বেসরকারিভাবে তাকে জয়ী ঘোষণা করার পরে ফল সরকারিভাবে ভিন্ন ঘোষণা করা হয় এমনকি একটা ডাকসু নির্বাচন সেই সময় তারা সুষ্ঠু করে নাই ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগের একটা প্যানেল ছিল আর অন্যদিকে ছিল জাসদ ছাত্রলীগের প্যানেল জাসদ ছাত্রলীগের প্যানেল যখন বিপুল ভোট এগিয়ে যায় তখন সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগের যে প্যানেল সেখান থেকে ব্যালট বাক্স ছিনতাই একই কায়দায় গুলি এবং এই মানে তছনছ করা একই জিনিস তারা ৭৩ এ করেছে একই জিনিস আবার ও যখন ক্ষমতায় আসছে ৮ এ ১৪ তে করেছে ১৮ তে করেছে এখন ২৪ এর করবার চেষ্টা করছে বাংলাদেশে তারা নির্বাচন ব্যবস্থাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যেটাকে আমি সংসদে বলেছিলাম যে সুষ্ঠু হয়েছে নির্বাচন ভোট দিয়েছে প্রশাসন তাকিয়েছিল জনগণ এই হলো কমিশন এই যদি অবস্থা হয় এবং এই অবস্থায় যদি তারা মনে করে যে এভাবেই চালাবে তারা তাহলে তারা খুব ভুল করবে সে কারণে আমাদের মহাসচিব বলেছেন যে আমাদের যেই মিটিংগুলো হচ্ছে আপনারা দেখেছেন সেখানে জনস্রোত অস্ত্র গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে অঘোষিত হরতাল কারফিউর মত আচরণ করছে সরকারের পেটোয়া বাহিনীর ভয়ভীতি দেখানো তো আছেই সেই সঙ্গে আছে গুম বিচার বহির্ভূত হত্যার ভয় আছে মামলার ভয় এই সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে যখন জনসমুদ্রে পরিণত হচ্ছে মানুষ আগে রাতে গিয়ে ফুটপাথে শুয়ে থাকছে মানুষ আগের রাতে গিয়ে যেভাবে পাশে কেউ নৌকায় কেউ হেঁটে কেউ অটোরিকশায় কেউ বাইসাইকেলে যে যেভাবে পারছে সেভাবে সমাবেশ স্থলে যাচ্ছে এবং পুলিশ চেষ্টা করছে প্রশাসন চেষ্টা করছে বাস বন্ধ জনসমাগম ঠেকানো যায় কিন্তু বাস তো আসলে আপনি বাদ দিয়ে তো আসলে স্রোত ঠেকানোর কোন সম্ভবনা যখন সাগরের পানি তো আমি বাদ দিয়ে আটকাতে পারবেন না আওয়ামীলীগের এখন সেই চেষ্টা হচ্ছে আজকে দেখলাম যে ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছেন যে মহাসমাবেশে যদি বিএনপি ১০ লক্ষ লোক আনে আমরা ৩০ লাখ লোক আনব আপনারা তো ২০ লাখ লোক আনার কথা বলছিলেন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সময় তখন তো আপনারদের দুই-চারটা চেনা মুখ ছাড়া আর চারপাশে কাউকে দেখা যায় নাই তো আপনারদের সাথে জনগণ আছে কি নাই সেটা বুঝার জন্য আপনারা খুব ভালো জানেন

[১]

সুভাষ সিংহ রায় বলেছেন আপনারা নির্বাচনে যাচ্ছেন

[৩]

সেটা তো নি বলতেই পারেন উনি বিএনপির বিশ্লেষক মানুষ উনি এটা বলতেই পারেন নিজেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক পরিচয় দেন কিন্তু বিশ্লেষণ করেন বিএনপির সূত্রাং বিএনপি কি করবে না করবে এটা বিএনপি নেতাকর্মীরা জানুক আর না জানুক সেটা দাদা জানতেই পারে

[১]

কিন্তু আপনার যে দাবিটা নিয়ে আন্দোলন করছেন সে সময়টা তো সেই দাবি আদায়ের সময়টা কিন্তু হাতে খুবই কম সেই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের আলোকে নির্বাচনের দিকে আগাচ্ছে সেটা সুভাষ সিংহ রায় বলেছেন

[৩]

না না আপনি শোনে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিন্তু ছিলো না এটা আনা হয়েছে জামাআতের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করে ৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আনা হয়েছে এবং বিএনপি সেই পরিবর্তনের সংবিধানে এবং দাবিটা কিন্তু তুলেছিল আওয়ামী লীগ এখন যখন দেখছে যে এই দাবী অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি থাকে তাহলে তাদের পক্ষে টার্ম অফটার টার্ম বিনা ভোটে থাকা সম্ভব নয় তখন তারা আদালতের ঘাড়ে বন্দুক এই আদালতে তো বলেছিল তাদের অবজারভেশনে পরবর্তী দুটো নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

[১]

30 সেকেন্ডে একটু ঘুরে আসি

[৩]

না আমি শেষ করি না শেষ হয় নি এমনকি সংবিধান সংশোধন কমিটিতে আওয়ামী লীগের যে সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন সেখানে মতিয়া চৌধুরী ছিলেন তারাও মত দিয়েছিলেন যে পরবর্তী নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধিনে হোক কিছু রিপন করে অর্থাৎ আদালতের এক্স জাস্টিস যারা আছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে



অন্যান্য সুশীল ব্যক্তিদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফোন করার কথা বলেছিলেন আওয়ামী লীগ নিজেই নিজেই যারা নিজের দল থেকে যারা উপস্থিত ছিলেন সংবিধান সংশোধন কমিটিতে তারাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে মত দিয়েছে তাহলে কার ইশারায় কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধান থেকে তুলে দেয়া হলো এটা মানুষ আর একটা কথা সংবিধান কোন ধর্মগ্রন্থ নয় সংবিধান কোরআন শরীফ নয় বাইবেল নয় এমন কিছু নয় যেটা পরিবর্তন সম্ভব নয় অতীতে ১৬ বার সংবিধান সংশোধন হয়েছে দরকার হয় ১৭ বার সংবিধান সংশোধন হবে এবং এই জনগণের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য দেশের কল্যাণের জন্য একটা সুষ্ঠু ভোটের জন্য গণতন্ত্রের জন্য মানবাধিকার জন্য যদি সংবিধান সংশোধন করতে হয় সেটা হবে না

[১]

আমি আমি আপনার কাছে ফিরব আমি আপনার জন্য শেষে একদম হয়তো ছোট্ট একটু করে ফিরব একদম 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি বলবেন

[২]

আপনি সংবিধান সংশোধন এর কথা বলছেন আপনি কোন উচ্চ আদালত কখনোই কোনো অনির্বাচিত প্রতিনিধি হাতের দেশ ছেড়ে দিবে না যতই চিৎকার করি না কেন এবং উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিএনপি কিন্তু আদালতের কাছে যায়

[৩] অনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই কিন্তু ৯১ তে ৯৬ তে ২০০৮ এ নির্বাচন হয়ে ছিলো

[২]

জানি জানি এবং কথা ছিল কথা ছিল কথা ছিল নির্বাচন নির্বাচন তথ্য

[১]

ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সুভাষ সিংহ রায় এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আজকের এই সংলাপে অংশ নেয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মত শেষ করছি প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকে আমাদের মাই টিভি সংলাপের আয়োজন দেখা হবে পরবর্তীতে আল্লাহ হাফেজ